ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV. 24 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে

ছাত্রলীগ : নিষ্ক্রিয় নেতারা বাদ পড়ছেন

কাজী সাইফুদ্দিন : ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় পদ দখল করে রাখা নেতাদের বাদ দিয়ে এবার সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় ও উদ্যমী নেতাকর্মীদের কমিটিতে আনা হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে খালি থাকা পদগুলোও পূরণ করা হবে।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, সংগঠনের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা নিষ্ক্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে সক্রিয় ও পরিশ্রমী নেতাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়ার পর ছাত্রলীগ এই নিয়ে তৎপরতা শুরু করে। ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে কারা সক্রিয় এবং কারা সক্রিয় না— এ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠকও করেছেন। কিছুদিন আগে এক জরুরি সভায় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কাজে নিষ্ক্রিয় নেতাদের বাদ দেওয়াসহ বাকি পদগুলো পূরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। ঈদের পরই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে বলে ছাত্রলীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা জানান।

সাংগঠনিক পদ থেকে কাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং কাদের নতুন পদ দেওয়া হচ্ছে সেটিও প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় এমপি, নেতাদের বিরোধিতা করার জন্য অনেককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হচ্ছে বলে প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন এমপি ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে এ ব্যাপারটি জানালেও তারা কোনো সদুত্তর পাননি বলে জানা গেছে। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় এমপি-নেতাদের বিরোধিতা করতে পারে এমন কাউকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দিলে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাই এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদ দেওয়া উচিত বলে ছাত্রলীগের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির পাশাপাশি ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ছাত্রলীগ : নিষ্ক্রিয় নেতারা বাদ পড়ছেন

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতেও আনা হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন। সাংগঠনিক পদ দখলের পর যে সকল নেতা একদিনের জন্যও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি তাদের পাশাপাশি যারা মাঝে মধ্যে এসে হাজিরা দেন তাদেরকেও কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের যে সকল কর্মী কোনো পদ না পেয়েও একদিনের জন্যও সাংগঠনিক কোনো কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় থাকেননি তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে ঢা.বি ছাত্রলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পাশাপাশি হল কমিটিতেও যে সকল নেতা নিষ্ক্রিয় তাদের বাদ দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। ১৬টি হলের মধ্যে ৮টি হলের হয় সভাপতি না হয় সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। সহঅবস্থান চললেও অনেক ছাত্রলীগ নেতা হলে থাকেন না।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পদধারী কাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্থানে নতুন কাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে— এই বিষয়টি এখন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে। পার্টি অফিস, মধুর কেন্টিন বা টিএসসির আড্ডায় এ বিষয়টি নিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে চলছে জনজমাট আলোচনা। যে সকল কর্মী সংগঠনের কোনো পদ পাননি তারা পদ লাভের আশায় এবং পদ দখলকারী নেতারা পদ ধরে রাখার জন্য লবিং-গ্রুপিং করছেন বলে জানা গেছে। গত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে পদ থাকা সত্ত্বেও যে সকল নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনো পদ পাননি তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আগে সংগঠনের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে ১০১ সদস্যবশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিকে ২০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে এবং সকল জেলা কমিটিকে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে উন্নীত করা হয়। ইতিমধ্যে গঠনতন্ত্রে তা সংযোজনের জন্য ছাত্রলীগ সহসভাপতি আনিসুর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের সম্মেলনে জেলে থাকা অবস্থায় লিয়াকত শিকদারকে সভাপতি এবং নজরুল ইসলাম বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে বিশালাকৃতির ১৮৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। বাকি ১১টি সদস্য পদ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের জন্য রেখে দেওয়া হয়। বিশালাকৃতির কমিটি গঠন করা হলেও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন অনেক নেতা। অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে একই অবস্থা বিরাজ করছে। গত ৭ জুলাই দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি ও হেমায়েতউদ্দিন হিমুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। বাকি ২৩টি পদ পূরণ করার কথা থাকলেও তা আজ অবধি পূরণ করা হয়নি। এছাড়া ঐ সময় ৪ জনকে জাতীয় পরিষদ সদস্য করা হয়। পদ লাভের পর হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ নেতা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অনেকে প্রত্যাশিত পদ না পাওয়ার কারণে ক্ষোভে দুঃখে সংগঠনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। অনেকে আবার বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। কেউ আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার করছেন। অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেউ কেউ আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকার কারণে নিয়মিত সাংগঠনিক কাজে সময় দিতে পারছেন না। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই সীমিত।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ছাত্রলীগের ১৮৯ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২১ জন সহসভাপতির মধ্যে ৫ জন, ৬ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ১ জন, ৩২ জন সহকারী সম্পাদকের মধ্যে ৯ জন, ১০ জন সহ-সম্পাদকের মধ্যে ৫ জন এবং ১১২ জন সদস্যের মধ্যে ৬০ জন সদস্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। এছাড়া ৭৮ সদস্যের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ২০ জন সহ-সভাপতির মধ্যে ১৩ জন, ২৮ জন সহকারী সম্পাদকের মধে ১৪ জন, ৫ জন সহ-সম্পাদকের মধ্যে ৩ জন, ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সদস্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। এ ছাড়া ৪ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন সক্রিয় আছেন।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় ও ঢা.বি কমিটি থেকে নিষ্ক্রিয় নেতাদের আদৌ বাদ দেওয়া হবে কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা, এটি লোক দেখানো ঘোষণা মাত্র। তবে ছাত্রলীগ ঢা.বি কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, অবশ্যই ঢা.বি ছাত্রলীগ থেকে নিষ্ক্রিয় পদ দখলকারী নেতাদের বাদ দিয়ে ত্যাগী ও পদ না পাওয়া কর্মীদের মূল্যায়ন করে পদ দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আগে বিবাহিত ও অছাত্রদের বাদ দিয়ে কমিটি ঘোষণা করার কথা বলা হলেও অনেক বিবাহিত ও অছাত্রকেই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পরে বিবাহিত ও অছাত্রদের বাদ দেওয়ার কথা বলা হলেও দীর্ঘ ৮ মাসেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হলেও তাকে লোক দেখানো কমিটি হিসেবে উল্লেখ করেছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।